সংবাদ

তারিখ 02 DEC 2005
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

ঢাবির বিভিন্ন বিভাগে সান্ধ্য কোর্স বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত

আশরাফুল ইসলাম কচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন। বিভিন্ন বিভাগে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, একাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ এই কোর্স চালু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকটি বিভাগে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

সর্বশেষ বাংলা বিভাগে সান্ধ্য কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিভাগটিতে এই কোর্স চালু করার সিদ্ধান্তে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাম সংগঠনগুলোও অবিলম্বে এ কোর্স বাতিলের দাবি জানায়। এই কোর্স বাতিলের দাবিতে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন, অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন। কোর্স বাতিল করা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে বলে শিক্ষার্থীরা হুমকি দেন। অবশেষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বিভাগের চেয়ারম্যান এ কোর্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর জানান, বিষয়টি সিন্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত হলে আবারও তা সিন্ডিকেটে উত্থাপন করা হবে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সবকিছুতেই বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। শিক্ষার্থীরা জানান, এর প্রমাণ গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনসহ বিভিন্ন ভবন একটি প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্ট নেয়ার জন্য ভাড়া দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড়শতাধিক শিক্ষক এ পরীক্ষায় পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে কিছু শিক্ষক পরীক্ষা হলে গিয়ে এ ঘটনা জানার পরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে বের হয়ে আসেন। এ ঘটনায় পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসা ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, আকসাদুল আলম তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রী ও বাম সংগঠনগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শুক্রবার বিকেলেই সাধারণ শিক্ষার্থী ও বাম সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মোহিদুল ইসলাম বলেন, শেষ পর্যন্ত শিক্ষকরা টাকার জন্য কোচিং সেন্টারে পরীক্ষা নেয়ার দায়িত্ব পালন করছেন। এটা ভাবতেই লজ্জা লাগছে।

সান্ধ্যকালীন কোর্স নিয়ে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা জানান, এ কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ধারার শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্ররা সামান্য অর্থের বিনিময়ে পড়বে আর সান্ধ্যকালীন কোর্সের ছাত্ররা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট কিনবে। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। এই কোর্স অন্য বিভাগগুলোতে চালু করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, শিক্ষকরা আর্থিক কারণেই সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর প্রতি আগ্রহী। বাংলা বিভাগের ছাত্রী সাবিনা আক্তার বলেন, এই কোর্সে মেধা বা শিক্ষার মূল্যায়ন করা হয় না। এটা আসলে অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি। বাংলা বিভাগে এই কোর্সের বিজ্ঞাপনে বলা হয় শিক্ষার্থীরা হল ও লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে না। অথচ লাইব্রেরি ব্যবহার ছাড়া প্রকৃত উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সম্প্রতি বাংলা বিভাগে ২০০৪-০৫ শিক্ষা বর্ষের ফলাফল দিতে ১১ মাস লেগেছে আবার নতুন কোর্স চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী করতে চায়?

অন্যদিকে শিক্ষকের মধ্যে এ নিয়ে দু'ধরনের মত রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নুরুল আমিন ব্যাপারী বলেন, এই কোর্সের যেমন ভাল দিক রয়েছে তেমনি খারাপ দিকও রয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হতে পারে। এ বৈষম্য থেকে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হবে। ইতিবাচক দিকের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল টাইম বা হাফ টাইম পড়াচ্ছেন। এই প্রবণতা বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, এই কোর্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে ছাত্র-শিক্ষক সবাই উপকৃত হতে পারবেন।

১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারি মাস্টার্স বন্ধ করে দেয়া হয়। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মান বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ছাত্রদের কথা আবারও সেই প্রিলিমিনারি কোর্স ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্যিক চিন্তা ধারা। এ ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মানবেন্দ্র দেব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে বাণিজ্যিকীকরণ করার কোন অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই। তিনি বিভিন্ন বিভাগে চালু এই কোর্স বাতিলের দাবি জানান।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাম সংগঠনগুলোও অবিলম্বে এ কোর্স বাতিলের দাবি জানায়। এই কোর্স বাতিলের দাবিতে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন, অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন। কোর্স বাতিল করা না হলে ধর্মঘট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে বলে শিক্ষার্থীরা হুমকি দেন। অবশেষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বিভাগের চেয়ারম্যান এ কোর্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর জানান, বিষয়টি সিন্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত হলে আবারও তা সিন্ডিকেটে উত্থাপন করা হবে।